টিম পাকিস্তানের জয়

লিখেছেন **ফজলে রাব্বি রাজীব**

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই পাকিস্তানের বিপক্ষে কাগজে-কলমে ফেভারিট ছিল ভারত। পাকিস্তান বিশ্বের সেরা বোলিং অ্যাটাকের মর্যাদা হারিয়েছিল আগেই। 'টু-ডব্লিও' অবসর নেয়ার পর পাকিস্তানের বোলিংয়ে আগের সেই ধার আর নেই। তারওপর শোয়েবের অনুপস্থিতিতে খন্ডিত শক্তির বোলিং অ্যাটাক নিয়ে ভারত সফরে এসেছে তারা। আর পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন-আপ বরাবরই আনপ্রেডিক্টেবল। অন্যদিকে শেবাগ, টেন্ডুলকার, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণদের নিয়ে গড়া ভারতের ব্যাটিং বিশ্বসেরা। গত দু'বছরে ভারতের বোলিংয়েও যথেষ্ট পূর্ণতা এসেছে। তাই একতরফা টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে হেসেখেলে হারাবে ভারত এমন ধারণা ছিল সবার।

কিন্তু পুরো টেস্ট সিরিজে আমরা দেখতে পেলাম ভিন্ন এক পাকিস্তান দলকে। বয়স ও অভিজ্ঞতায় তরুণদের নিয়ে গড়া ইনজামাম বাহিনী যে পেশাদারি মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। মোহালি টেস্টের প্রথম চারদিন দাপটের সঙ্গে খেলে জয়ের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু শেষ দিন কামরান আকমল ও আব্দুল রাজ্জাকের বিরোচিত ব্যাটিং পাকিস্তানের সামনে উঁকি দেয়া নিশ্চিত পরাজয়কে সম্মানজনক ড্রয়ে রূপান্তরিত করে। কোলকাতা টেস্টের শুরুটাও করেছিল চমৎকারভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিল কুম্বলের স্পিন জাদুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান দল। ব্যাঙ্গালোর টেস্টে আমরা দেখতে পেলাম 'টিম পাকিস্তান'কে। ব্যাট হাতে ইউনুস, ইনজামামের চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যের পাশাপাশি বল হাতে আফ্রিদি, সামি, কানেরিয়া, আরশাদ খান সকলেই ছিলেন সফল। মোটকথা দলের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটা অসাধারণ জয় পায় পাকিস্তান।

পাকিস্তানের ওয়ানডে টিম বরাবরই ভালো। তারওপর টেস্ট সিরিজে যে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় তারা দিয়েছে তাতে আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বুর পাকিস্তান যে সহজেই ৬ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ জিতে যাবে, এই ধারণাটা হয়ে উঠলো খুবই প্রবল। টেস্ট সিরিজ শেষে ক্রিকেট বোদ্ধা থেকে আরম্ভ করে অল্প বিস্তর খেলা বোঝেন এমন সাধারণ দর্শকরাও ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানকে ফেভারিট হিসেবে সার্টিফিকেট দিলেন। তবে বাস্তবে দেখা গেলো বিপরীত চিত্র। শেবাগ, দ্রাবিড় আর ধোনির ঝলকে দিশেহারা হয়ে পড়লো পাকিস্তান। দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুরু করলো টেস্ট সিরিজে সুন্দর পারফরমেন্সের সুখস্মৃতি। প্রথম দুটো ম্যাচ জিতে পাকিস্তানকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিলেন স্বাগতিকরা। সিরিজ জিততে হলে শেষ ৪টি ম্যাচেই 'জিততেই হবে' এমন কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়লো ইনজামাম বাহিনী। দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে পাকিস্তান দলের ঘুম ভাঙে না, ইতিহাস ঘাটলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ভূরিভূরি। টানা চার ম্যাচ জিতে সেটা আবারও প্রমাণ করলো ইনজামাম অ্যান্ড সতীর্থরা। টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে পড়েও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় আমরা দেখেছিলাম 'টিম পাকিস্তান'কে। ওয়ানডে সিরিজেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হলো।

তাকানো যাক নয়াদিল্লীর ষষ্ঠ ও শেষ এক দিনের ম্যাচের দিকে। টানা তিন ম্যাচে হার, অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির শাস্তি সব মিলিয়ে দারুণ চাপের মুখে ভারত। তারওপর সকালে টস জিতে স্বাগতিকদের আরো বেশি চিন্তায় ফেলে দেন ইনজামাম। পাকিস্তানের ইনিংসের সূচনাটাও হয় দারুন। আফ্রিদি নামের ভূত আবারও ভারতীয় বোলারদের টুটি চেপে ধরে। কানপুরের স্টাইলেই ইনিংসের সূচনা করেন তিনি। নেহরার প্রথম ওভারে তুলে নেন ২২ রান (০৪৪৪৬৪)। শেষ পর্যন্ত ভারত আফ্রিদি নামের ভূতের আছড় থেকে মুক্তি পেলেও শোয়েব মালিক, ইনজামাম উল হক, ইউসুফ ইউহানার অর্ধশত রানের ইনিংসগুলোর ওপর ভর করে পাকিস্তানের সংগ্রহশালা পৌঁছায় তিন শতাধিক রানে। ওয়ানডে ম্যাচে ৩০৩ রান খুবই ভালো স্কোর, তবে ভারতীয় ব্যাটস্ম্যানদের জন্য এটা অবশ্যই নাগালের বাইরে নয়। পুরো সফরটায় পাকিস্তান দল প্রশংসা কুঁড়িয়েছে তাদের লড়াই করার মানসিকতার জন্য। এর বিপরীতি অবস্থা ভারতের। নিজেদের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে তারা। এর প্রমাণ পাওয়া গেলো রবিবারের ম্যাচে। ব্যাটস্ম্যানরা ক্রিজে গেলেন আর উইকেট বিলিয়ে দিলেন।

লড়াই করার শেষ শক্তিটুকুও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছিল। পাকিস্তানের বোলিং, ফিল্ডিংয়ের কাছে দারুণ অসহায় মনে হচ্ছিল স্বাগতিক দলের ব্যাটস্‌ম্যানদের। রানা নাভেদ, আব্দুল রাজ্জাক, আরশাদ খান, শহীদ আফ্রিদি এমনকি নবাগত ইফতেখার আঞ্জুমকে মোকাবেলা করতেও চোখে সরষে ফুল দেখছিল তারা। পাকিস্তানের মাঝারি মানের বোলিংয়ের কাছে বিশ্বের সেরা ব্যাটিং দল ভারত ১৪৪ রানে আত্মসমর্পন করে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দু'দলের একদিনের ম্যাচে ভারতের এটা সবচেয়ে বড় পরাজয়। কারো একার নৈপুন্যে নয় বরং ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সব ডিপার্টমেন্টেই দলের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একেবারে সহজ একটা জয় তুলে নেয় পাকিস্তান দল।

এবার একটু পেছনে ফিরে যাই, আহমেদাবাদের চতুর্থ ওয়ানডে ম্যাচে। আগে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ৩১৫ রান সংগ্রহ করলো ভারত। ওয়ানডে ম্যাচে তিনশ প্লাস রান তাড়া করে ম্যাচ জয়ের নজির থাকলেও পাকিস্তান কখনোই এই কাজে সফলকাম হয়নি। রান চেজিংয়ে পাকিস্তানের দুর্বলতা নতুন নয়। কিন্তু ইতিহাস পাকিস্তানের 'টিম এফোর্টের' কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। আফ্রিদি, বাট, রাজ্জাক, মালিক, ইনজামাম ব্যাট হাতে সকলেই সমানভাবে লড়ে গেলেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শেষ বলে পাকিস্তান ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে আনে। তৃতীয় ও পঞ্চম ম্যাচেও পাকিস্তানের জয়ের পেছনে রয়েছে 'টিম এফোর্ট' নামের মূল মন্ত্র। কানপুরের পঞ্চম ম্যাচটা আফ্রিদির ম্যাচ হলেও ঐ ম্যাচে রানা নাভেদের অবদানও কম নয়। সকালে টসে জিতে ব্যাট করতে নামা ভারতকে ২৪৯ রানে বেধে রাখার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন রানা নাভেদ উল হাসান। মাত্র ২৬ রানে তিন উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপের মুখে পড়ে ভারত। এরপর পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ হয় তারা। আর তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচে সালমান বাট, শোয়েব মালিক আর ইউহানার দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের ওপর ভর করে বিশাল রানের স্কোর করে পাকিস্তান। রিকয়ার্ড রান রেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রান চেজ করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভারতের ব্যাটিং। ৪১.৪ ওভারে মাত্র ২১৩ রানেই থমকে যায় ভারতের ইনিংস। এখানেও ভারতের ইনিংসে ধস নামান রানা নাভেদ। ৮.৪ ওভার বল করে মাত্র ২৭ রানের খরচায় তিনি সাজঘরে ফেরত পাঠান ছয়জন ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানকে।

এখন পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে সবগুলো ম্যাচ (তিন টেস্ট ও ৬ ওয়ানডে) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল না পাকিস্তান। ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানার ঘাটতি যে দলগত নৈপুন্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায় তা আবারও প্রমান করলো তারা। এর ঠিক বিপরীত অবস্থা ভারতের। ব্যাটিংয়ে ভারত পুরোপুরি নির্ভরশীল শেবাগ, দ্রাবিড় ও টেন্ডুলকারের ওপর। যদিও দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে ধোনির ১৪৮ রানের অতিমানবীয় ইনিংসের ওপর ভর করে পাকিস্তানকে বধ করে তারা। আর বোলিংয়ে নির্ভরশীল বালাজি, কুম্বলে, হরভাজন সিংয়ের ওপর। ওয়ানডেতে পাকিস্তান দলে প্রথম দুটো ম্যাচ ছাড়া প্রতিটা ম্যাচে কিছু না কিছু রান পেয়েছেন শোয়েব মালিক। ওপেনিংয়েও বাট কিংবা আফ্রিদি কেউ একজন দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। মিডল অর্ডারে মালিকের পাশাপাশি ইনজামাম, ইউহানা, রাজ্জাকরাও কমবেশি রান পেয়েছেন। শেষ টেস্টে পাকিস্তানকে জেতানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ইউনিস খান ও ইনজামাম। প্রথম টেস্টে কামরান আকমল ও আব্দুল রাজ্জাকের ব্যাটিং সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বোলিংয়ে টেস্ট এবং ওয়ানডে দু'টোতেই নিয়মিত উইকেট পেয়েছেন রানা নাভেদ এবং শহীদ আফ্রিদি। তবে সামি, রাজ্জাক, কানেরিয়া, আরশাদ খান, শোয়েব মালিকরাও পালা করে উইকেট শিকার করেছেন। এই ম্যাচে রানা নাভেদ তো পরের ম্যাচে আফ্রিদি। আবার এক ম্যাচে কানেরিয়া তো পরের ম্যাচে সামি কিংবা শোয়েব মালিক। ব্যাটিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। বাট, আফ্রিদি, ইনজামাম, ইউহানা, ইউনুস খান, মালিক, রাজ্জাক; কঠিন হয়ে উঠল ভারতের হিসাব। ব্যাট-বলের পাশাপাশি দলগত নৈপুণ্যের জায়গা ফিল্ডিংয়েও দারুণ সফল পাকিস্তান। সব কথার শেষ কথা, পাকিস্তানের অনুপ্রেরণা 'টিম পাকিস্তান'।